যুগান্তর

তারিখ 20 JUN 2008

শিক্ষকদের নীতিবোধ

প্যাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নাই। যেইখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সবচাইতে দায়িত্বশীল হইবার কথা সেইখানে তাহারাই চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়া চলিয়াছেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান প্রধান কর্তব্য হইলেও উহার প্রতি তাহারা মোটেই যত্নশীল নহেন। অভিযোগ রহিয়াছে, শিক্ষকদের নীতি-নৈতিকতাবোধ লইয়াও। যাহারা অনুমতি লইয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকুরি লইয়াছেন, তাহারা মাদার বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই কম সময় দেন। নামকাওয়াস্তে ক্লাস লইয়াই তাহারা ছোটেন খণ্ডকালীন শিক্ষকতায়। কারণ সেইখানে খণ্ড-বেতনও অনেক। শিক্ষক হিসাবে নিজেকে আপ টু-ডেট রাখিবার মানসিকতাটুকুও তাহাদের মধ্যে আছে, এমন বলা যাইবে না। পড়াশোনা না করিয়াই তাহারা ক্লাসে উপস্থিত হইতেছেন। ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে মাদার বিশ্ববিদ্যালয় এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও। খণ্ডকালীন শিক্ষকতার অনুমতিপ্রাপ্ত ঐ শিক্ষকদের নিয়ন্ত্রণ ও পাঠদান নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব মাদার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউজিসির। তাহারাও সেই দায়িত্ব যথাযথ পালন করিতেছেন বলা যাইবে না। একের অধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকুরি করিতে পারিবেন না— এই ধরনের নীতিমালা না থাকায় একজন শিক্ষক চার/পাঁচটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্টটাইম শিক্ষকতার দায়িত্ব লইয়াছেন। দেশের ২৫টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ হাজার ৯০৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ৩ হাজার ২২ জনই খণ্ডকালীন চাকুরি, প্রেষণে ও উচ্চশিক্ষাজনিত ছুটিতে বিদেশে রহিয়াছেন। তাহাদের অনেকে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থান করিতেছেন। এই পরিস্থিতিকে শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী অনৈতিক এবং সমাজের অবক্ষয় হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন। সার্বিক বিবেচনায় বেসরকারি ৫১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এমন ধারায় বিদ্যা বিক্রিতে কোন সুফল মিলিতেছে না। সেই ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ফুলটাইম শিক্ষক নিয়োগে উৎসাহী করিতে হইবে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিজস্ব ক্যাম্পাস ও ফুলটাইম শিক্ষক নিয়োগে যেই বিধান আছে উহা মানিয়া চলিবার ক্ষেত্রে ইউজিসিকে কঠোর প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যাহারা মাদার বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান কার্যক্রম হইতে দূরে রহিয়াছেন তাহাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের বাহিরে একটিমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ রাখা যাইতে পারে। সেই সুযোগ একের অধিক হইলেই বিপত্তি ঘটে। উচ্চশিক্ষার নামে যাহারা অনুমতি ছাড়াই বিদেশে অবস্থান করিতেছেন তাহাদের বিরুদ্ধেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উচিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা লওয়া। আমরা মনে করি, দেশের উচ্চশিক্ষার এই দুর্বিপাক কাটাইয়া উঠিতে হইলে আইন সংশোধনের বিকল্প নাই। মনে রাখিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকতাকে নিছক অর্থমূল্যে বিচার করা সমীচীন হইবে না। গবেষণা ও জ্ঞান চর্চাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হইবে। পরিবেশ উন্নত করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ লইতে হইবে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়িতে হইলে সরকারকে আরও গুরুত্ব দিতে হইবে শিক্ষা কারিকুলাম যুগোপযোগী করিতে এবং উহা যাহাতে বাস্তবায়িত হয় যথাসময়ে সেই ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।